CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS
SEM-2 CC-4 : POLITICAL PROCESSES IN INDIA
TOPIC-I : রাজনৈতিক দল এবং দল ব্যবস্থা : দল ব্যবস্থার অভিমুখ : কংগ্রেস-দল ব্যবস্থা থেকে বহু-দলীয় জোট

TOPIC-I : Political Parties and the Party System : Trends in the Party System: From the Congress System to Multi-Party Coalitions

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

সারমর্ম:

1885 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উত্স ভারতীয় জনগণকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস পার্টি একটি রাজনৈতিক দলের মর্যাদা লাভ করে। জাতীয় আন্দোলন হিসাবে কংগ্রেস ভারতীয় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছিলো। ভারতীয় নির্বাচনী ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত ঐকমত্যকে মোটামুটি তিনটি নির্বাচনী আদেশে বিভক্ত করা যেতে পারে:

ক) ১৯৫২ – ১৯৬৭ : কংগ্রেসের আধিপত্য:	খ) ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৯: রাজ্য স্তরে বিরোধী দলগুলির বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক পরিচয়ের অভিব্যক্তি	গ) ১৯৮৯ থেকে ২০১৪ : জোট রাজনীতির সূচনা:
কংগ্রেসের একদলীয় শাসন স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম তিন দশক ধরে চলেছিল কারণ অন্য কোনও দল কার্যকর বিকল্প প্রস্তাব দিতে পারেনি।	রাজ্য স্তরে বিরোধী দলগুলির বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক পরিচয়ের নতুন অভিব্যক্তি দিয়ে শুরু হয়েছিল ভারতের "প্রথম গণতান্ত্রিক উত্থান"– পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সুত্রগুলি হল- জরুরি অবস্থা জারি এবং ওবিসি গোষ্ঠী জনসংখ্যার ভিত্তিক অর্থনৈতিক জগতে আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি।	তিনটি কার্যকরী প্রসঙ্গ ; **"মণ্ডল, মসজিদ এবং বাজার"** হিসাবে যা অভিহিত – যা ভারতীয় রাজনীতিতে পরিবর্তনের কারণ ঘটায় এবং রাজনীতিতে পুনরায় নতুন প্রেরণা দেয়।

২০১৪ থেকে বর্তমান: একমেরুকরণ থেকে বহুমেরুকরনের দিকে অগ্রগতি - এই জাতিগোষ্ঠী থেকে জাতীয়তাবাদী সংঘবদ্ধতা কংগ্রেসের একমাত্র জাতীয় বিকল্পধারা হয়ে ১৯৮৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মাত্র দুটি আসনে জয়ী একটি দল থেকে বিজেপির হঠাৎ উত্থানকে সহায়তা করেছিল। তৃতীয় পক্ষের ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে ভারত ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে বিজেপির সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনের বিজয় নিয়ে রাজনীতির এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে।

ভূমিকা:

সংগঠিত জীবন হল যে কোনও সভ্য সমাজের জীবনদর্শন। রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত দলগুলি সরকারের মাধ্যমে কাজ করে। গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে জনগণ তাদের নিজস্ব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হন একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে। প্রতিনিধি সংস্থাগুলির নির্বাচন পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের প্রতিনিধিদের পরিবর্তিত আচরণের কারণে এ নির্বাচিত সরকারের কার্যালয় পুরো মেয়াদ শেষ করতে নাও পারতে পারে।

পর্যায়ক্রমিক নির্বাচন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধি নীতি গণতান্ত্রিক সরকারের মৌলিক গঠন করে। গণতন্ত্রের প্রকৃত কার্যক্রমে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা কখনই হ্রাস করা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিনিধিত্ব-সংস্থায় বা আইনসভায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে নিজস্ব সরকার গঠনের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে থাকে। সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার মানে মূলত একটি দলীয় সরকার।

যে কোনও গণতন্ত্র কার্যকরভাবে কেবলমাত্র জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের সাথেই কাজ করতে পারে। পার্টির দলগত শক্তি, দলীয় কর্মসূচি এবং নীতিগুলি দ্বারা তা নির্ধারিত হয় অংশীদারিত্বের সুবিধার্থে। মূলত একটি রাজনৈতিক দল হল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা মৌলিক রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে সাধারণ মতামতযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয়। শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে বিশ্বাসী, প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে।

সাংবিধানিক সরকারের উদ্বোধন এবং বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ভারতীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উত্স ভারতীয় জনগণকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস পার্টি অবশ্য একটি রাজনৈতিক দলের মর্যাদা লাভ করে।

জাতীয় আন্দোলন হিসাবে কংগ্রেস ভারতীয় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। ভারতীয় ব্যবস্থাকে একদলীয় আধিপত্যের ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, যা লক্ষ করা যেতে পারে যে সাধারণত একটি দলীয় ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিত, এটা তার থেকে খুব আলাদা। এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক পার্টি সিস্টেম তবে এটির মধ্যে প্রতিযোগী দলগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে।

জাতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের এই একদলীয় শাসন কাল ভারতের প্রথম তিন দশক ধরে চলেছিল কারণ অন্য কোনও দল কংগ্রেসের কার্যকর বিকল্প প্রস্তাব দিতে পারেনি। কংগ্রেসের শাসনকে অনেকেই বলেছেন এবং একদলীয় প্রভাবশালী ব্যবস্থা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ভারত একদলীয় ব্যবস্থা, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বা বহু-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। ভারতীয় ব্যবস্থা হ'ল এক বিচিত্র প্রকারের দল ব্যবস্থা যা স্বাধীনতার পরে ভারতের প্রচলিত অবস্থার সাথে উপযোগী যেখানে কংগ্রেস এই দেশের রাজনৈতিক গন্তব্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ভারতে জোটবদ্ধ পরিস্থিতি-জাতীয় স্তরের জোট রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ না হয়ে মূলত একটি ফলাফল কেন্দ্রিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ক্ষমতাসীন একক দল বা বিরোধী দল বা ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দীর্ঘ দূরে থাকা দলগুলির অসন্তুষ্ট সদস্যরা নতুনভাবে জোট গঠনে বা ভেঙে ফেলা দলাদলির উদ্যেশ্যে নিজের নিজের অবস্থান বদলেছেন।

তবে জোটের পরীক্ষা ভারতে নতুন নয়। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়েছিল, এবং ১৯৪৬ সালে ভারতে জোট প্রশাসনের যুগ প্রথম শুরু হয়েছিল। ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারিতে ভারতের নতুন সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরে, জাতীয় স্তরে জোটের ইতিহাস প্রথম শুরু হয়েছিল যখন ১৯৬৯-৭০ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অধীনে কংগ্রেস পার্টি সংখ্যালঘু সরকার হয়ে ওঠে এবং কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা বর্ধিত সমর্থন নিয়ে চালিয়ে যায় সাথে তামিলনাড়ুর দ্রাবিড় মুন্নেতা কাজগম (Dravida Munnetta Kazhagam) (ডিএমকে) ।

প্রকৃতপক্ষে, জনতা দল সরকার যা ছিলো মোরারজি দেশাইএর নেতৃত্বে চলা (১৯৭৭ -৭৯), শ্রী চরণ সিংহের নেতৃত্বে সমাজবাদী জনতা সরকার (আগস্ট ১৯৭৯ - জানুয়ারি ১৯৮০); ভি পি সিংয়ের জাতীয় ফ্রন্ট সরকার (ডিসেম্বর ১৯৮৯ থেকে নভেম্বর ১৯৯০); বা একটি স্বল্পকালীন ক্ষমতাসীন থাকা চন্দ্র শেখর সরকার (নভেম্বর ১৯৯০ থেকে জুন ১৯৯১) আসল জোট সরকার হিসাবে গণ্য হয় না, কারণ (ক) জনতা সরকারে দলগুলি একত্রিত হয়েছিল এবং (খ) অন্যান্য জোট সরকারগুলি সংখ্যালঘু সরকার ছিল যেখানে বাইরে থেকে একটি বৃহত গোষ্ঠী দ্বারা তা সমর্থিত ছিলো।

পরবর্তীকালে, যুক্তফ্রন্ট সরকার (জুলাই ১৯৯৬ থেকে মার্চ ১৯৯৮) শ্রী দেবে গৌড়ার নেতৃত্বে এবং শ্রী আই কে গুজরাল এবং বিজেপির নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকার (১৯৯৯ মার্চ) শ্রী অটল বেহারি বাজপেয়ীর নেতৃত্বে, কেন্দ্রের প্রথম এবং

দ্বিতীয় যথাযথ জোট সরকার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ স্বাধীনতার পরবর্তী ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভারত, এক ডজনেরও বেশি রাজনৈতিক দল, আঞ্চলিক ও জাতীয় উভয়ই ভিন্ন মতাদর্শ ধারণ করেও একত্রিত হয়ে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার এবং কংগ্রেসকে সরকার থেকে দূরে রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার গঠনে যোগদান করেছিলো।

যাইহোক, ২০০৪ লোকসভা নির্বাচনে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, যারা স্বাধীনতা থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর ব্যতীত ভারত শাসন করেছিলেন, রেকর্ড আট বছর পরে আবারো ক্ষমতায় ফিরে আসলো। এটি তার সহযোগীদের দলগুলির সহায়তায় ৫৪৩ এর মধ্যে ৩৩৫টিরও বেশি সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ৩৩৫ সদস্যের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এরপরে ২০১৪ সালের মে মাসে বিজেপি গত তিন দশকে সংসদে প্রথম একক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবি করে। জাতীয় পর্যায়ে কংগ্রেস পার্টির আধিপত্যের বহু দশক পরে, ১৯৮৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতি কিন্তু জোটের রাজনীতির সমার্থক।

ভারত নতুন ৪র্থ দল পদ্ধতির আবির্ভাব হয় কারণ ; (ক) যে রাজনৈতিক নীতিগুলি একটি অনন্য পরিভাগের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল এবং যা আগে যা ঘটেছিল তার সাথে স্পষ্ট বিপরীত ধর্মই প্রকাশ করে। ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি কল্পনাতীত ফল প্রদর্শন করেছিল; দলটি লোকসভায় টানা ২য় বার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, এটি একটি কীর্তি যা যথাক্রমে ১৯৮০ এবং ১৯৮৮ সালে কংগ্রেসের অংশীদার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। ২০১৪ সালে একটি মূল কাঠামোগত বিরতির প্রতিনিধিত্ব করে।

ভারতীয় নির্বাচনী ইতিহাস - ১৯৫২ সালে স্বাধীনতা-পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন থেকে ২০১৪ সালের ১৬তম লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত মোটামুটি তিনটি নির্বাচনী আদেশে বিভক্ত করা যেতে পারে বলে ঐকমত্য রয়েছে।

(ক) ১৯৫২ - ১৯৬৭ : কংগ্রেসের আধিপত্য:

১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে, কেন্দ্র এবং তার রাজ্য উভয়দিকেই কংগ্রেস পার্টি ভারতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। দলটি ভারতকে তার স্বাধীনতা এবং অনেক সম্মানিত জাতীয়তাবাদী নেতার বাসস্থান হিসাবে বিজয়ী করার জন্য প্রধানত দায়ী হিসাবে, কংগ্রেস এমনই একটি সংগঠন যার অধীনে ভারত তার স্বাধীনতা পরবর্তী পরিচয় প্রতিষ্ঠা করবে বলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা থেকে দলটি উপকৃত হয়েছিল। সর্বভারতীয় দল হিসাবে যে তত্ত্বটি সর্বদা অনুশীলনে থাকে থাকলে - সর্বভারতীয় বিভিন্ন বর্ণ, ভাষাতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির জন্য সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার জন্য, কংগ্রেস পার্টির ভারতীয় সমাজে প্রবেশ অবাধই ছিল।

রাজনৈতিক দৃশ্যে অন্যান্য দলগুলির অপ্রত্যাশিত ঘটনা সেই আধিপত্যকে বাড়িয়ে তোলে। বিরোধী দলগুলির একটি দল যখন নিবিড়ভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, তখন বিরোধী শক্তিগুলি খুব খারাপভাবে খণ্ডিত হয়েছিল, যা কংগ্রেসকে হারানোর জন্য গুরুতর প্রচার চালানোর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করেছিল। পরিবর্তে, সবচেয়ে স্পষ্টত রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা প্রায়শই কংগ্রেস পার্টির মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনকারী দলগুলির মধ্যে ঘটেছিল। বড় আকারের দল হিসাবে খ্যাতি সত্ত্বেও, কংগ্রেস উচ্চ বর্ণের দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, যারা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সিংহভাগ অংশ এবং তারাই সর্বাধিক বিশিষ্ট জাতীয় নেতাদের রূপে পরিগণিত ছিলেন|

(খ) ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৯ : রাজ্য স্তরে বিরোধী দলগুলি বৃদ্ধি:

১৯৬৭ সালটি ভারতের দ্বিতীয় দলীয় ব্যবস্থার সূচনালগ্নে একটি সমালোচনামূলক নির্দেশক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। যদিও নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের ক্ষমতার দখলের ব্যপারটা সুস্থির ছিল, তবুও ভারতের রাষ্ট্রীয় রাজধানীগুলিতে তাদের এই দখলটি ক্রমেই ম্লান হতে শুরু করে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচন ব্যতীত – ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে **জরুরি শাসনের** সময় কংগ্রেস তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী বাড়াবাড়ির জন্য খুব দলকে যথেষ্ট জনরোষের শিকার হতে হয়েছিলো| — দলটি কেন্দ্রে প্রশাসনের জন্য যদিও অন্যতম পছন্দ ছিল তবে বর্ণ ও আঞ্চলিক পরিচয়ের নতুন প্রকাশগুলি দলের আঞ্চলিক রাজনীতির একচেটিয়াবাদ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে গেছে। ১৯৬০ এর দশকে ভারতের "প্রথম গণতান্ত্রিক উত্থান" - যাদবের সাথে যা জড়িত - যখন জনবহুল ওবিসি (OBC) গোষ্ঠীগুলি তাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অবস্থানের সাথে তাদের রাজনৈতিক শক্তি আরও বৃহত্তর ভাবে সারিবদ্ধ হয়ে তা নিশ্চিত করার জন্য সচেতন হয়েছিল।

(গ) 1989 থেকে 2014: জোট রাজনীতির সূচনা:

১৯৬৭ সালের পরে কংগ্রেসের আধিপত্যের যে লক্ষণ রয়ে গিয়েছিল তা ১৯৮৯ সালে শেষ হলো, যা নয়াদিল্লিতে জোট প্রশাসন পরিচালনা এবং **তৃতীয়-পক্ষীয় ব্যবস্থার** ইঙ্গিত দেয়। যদিও কংগ্রেসের জাতীয় ক্ষমতার দখল ধীরে ধীরে ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে দূর্বল হয়ে পড়েছিল, পরবর্তী দশকের শেষের দিকে এটি পুরোপুরি একাধিক বাহিনীর একত্রিত হওয়ার দিকেই এগিয়ে যায়, যেখানে কংগ্রেস আর রাজনীতিতে বিবর্তিত হয়নি। তিনটি শক্তিশালী শক্তি - যাকে প্রায়শই "মণ্ডল, মসজিদ এবং বাজার" নামে অভিহিত করা হয় - ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটায়, রাজনীতিতে পুনরায় নতুন জনচেতনার উন্মেষ ঘটায়।

এই বাহিনীর মধ্যে প্রথমটি ছিল মন্ডল কমিশন, একটি সরকারী টাস্কফোর্স, যা ওবিসিকে উচ্চ শিক্ষার আসন এবং সিভিল সার্ভিস পোস্টগুলিতে পরিচালিত কোটাতে প্রবেশের পরামর্শ দিয়েছিল। এই অবধি অবধি, কোটা - বা "সংরক্ষণগুলি" যেহেতু তারা ভারতীয় সংসদে পরিচিত - তফসিলি জাতি / দলিত এবং তপশিলী উপজাতিগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মণ্ডলকে ঘিরে যে আন্দোলন হয়েছিল তা ভারতবর্ষই প্রত্যক্ষ করেছিল যে যাদব যাকে "দ্বিতীয় গণতান্ত্রিক উত্থান" বলে অভিহিত করেছিলেন বা ঐতিহ্যগতভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলিকে রাজনৈতিক শক্তির প্রাঙ্গণে বিভক্ত করেছিলেন। এই সময়কালে, দলিত ও ওবিসি স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী বহু বর্ণভিত্তিক দলগুলি দৃভাবে তাদের প্রতিনিধি শ্রেণির মধ্যে অবস্থান করেছিল।
দ্বিতীয় শক্তি হ'ল বিজেপির সাথে যুক্ত হিন্দুপন্থী বাহিনী উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা। তারা হিন্দু দেবতা রামের জন্মস্থান চিহ্নিত করে মন্দির (মন্দির) দিয়ে মসজিদটি প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেছিল। এই জাতিগোষ্ঠী-জাতীয়তাবাদী সংগঠন কংগ্রেসের একমাত্র জাতীয় বিকল্প হিসাবে ১৯৮৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মাত্র দুটি আসনে জয়ী এমন একটি দল থেকে বিজেপির আকস্মিক উত্থানকে সহায়তা করেছিল। ভারতীয় জনসংঘের (বিজেএস) উত্তরসূরি এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিশ্বদর্শন দ্বারা পরিচালিত একটি দল হিসাবে, বিজেপি প্রথমে দেশের কেন্দ্রস্থলে সীমাবদ্ধ ছিল। এর প্রধান ভোটাররা ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ীদের তুলনামূলকভাবে সুবিধাভোগী সম্প্রদায় থেকে আগত। নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিজেপিকে নিম্ন বর্ণের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে এবং চিরাচরিত মূল ভূগোলের বাইরেও তার আবেদন বাড়িয়ে দিয়েছে।

তৃতীয় এবং চূড়ান্ত কারণটি ছিল বাজার, যার ফলে ১৯৯১ সালে ভারতের অর্থনীতি উদারকরণের, বিশ্বায়নের বাহিনীকে আলিঙ্গন করার এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংহতিকে স্বাগত জানানোর সিদ্ধান্তের কারণে বাজারটি ছিল। অতীতের এই

ভাঙ্গন ভারতে মূলধারার অর্থনৈতিক আলোচনার সীমানাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছিল, উদ্বোধনের পক্ষে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি উভয়ই নতুন দু'টি প্রান্তিকতা তৈরি করেছিল, যারা ভারতের দরিদ্র এবং এর সীমিত শিল্প ভিত্তির জন্য বিরূপ পরিণতির বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।

একমেরুকরণ থেকে বহুমেরুকরনের দিকে অগ্রগতি:

কংগ্রেস দল ১৯৫২ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তির ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস পার্টি কোনও বাধা ছাড়াই নয়াদিল্লিতে ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। যদিও জনতা জোট ইন্দিরা গান্ধীদের জরুরী অবস্থার একুশ মাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল, তবে এর শাসনকাল স্বল্পকালীন ছিল। ১৯৮০ সাল নাগাদ কংগ্রেস পার্টি নয়াদিল্লিতে আবারও ক্ষমতায় এসেছিল এবং ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে এটি আরও শক্তিশালী হয়েছিল।

রাজ্য পর্যায়ে এই সময়কালে পরিবর্তন হয়েছিল, যেখানে ১৯৬৭ এর পরে কংগ্রেস পার্টির অবস্থান তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছিল, তবে জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ কম-বেশি তখনও অক্ষতই ছিল। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনের পরে নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থানটি দূরীভূত হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে বিজেপির অংশীদারিত্ব ভোটের শীর্ষে উঠে আসে এবং পরে ধর্মনিরপেক্ষ হ্রাস পায়। ভারতের ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের হাতে টানা দ্বিতীয়বারের মতো পরাজয়ের পথে বিজেপি ১১৬ টি আসন মাত্র জিতেছিল।

ভারতের তৃতীয় পক্ষের ব্যবস্থার পরবর্তী অভিমুখ:

২০১৪ এবং 2019 সালে বিজেপির সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনের বিজয় নিয়ে ভারত রাজনীতির এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে Broad মূলত, তৃতীয় পক্ষের ব্যবস্থার ছয় সংজ্ঞাযুক্ত গুণ রয়েছে।

প্রথমত, ১৯৮৯ থেকে ২০০৯ এর মধ্যে জাতীয় রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় মেরু অনুপস্থিতি তৃতীয় পক্ষ ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য সম্ভবত। সুতরাং, বিজেপি শীঘ্রই একাধিক রাজ্য জুড়ে কংগ্রেসকে মারাত্মক লড়াইয়ের একমাত্র সত্যিকারের জাতীয় দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে যদিও এরও জনসংখ্যা, ভূগোল এবং আদর্শের সীমাবদ্ধতা ছিল।

দ্বিতীয়ত, তৃতীয় পক্ষ ব্যবস্থাটি ছিল রাজনৈতিক খণ্ডনের যুগ era কংগ্রেসের আদেশ ভাল এবং সামগ্রিকভাবে জোট যুগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ১৯৮৯-এর পরে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সংখ্যা বেড়েছে।

তৃতীয়ত, প্রায় প্রতিটি মাত্রায় নির্বাচনী প্রতিযোগিতা আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠে। বিজয়ী প্রান্তি হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের নির্বাচনকেন্দ্রে সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রার্থীদের ভাগ কমেছে।

চতুর্থত, পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সংহত হয়েছিল। জাতীয় নির্বাচন প্রকৃত পক্ষে আর জাতীয় ছিল না; তারা রাজ্য-পর্যায়ের রায়গুলির সংগ্রহের তুলনায় আরও অনুরূপ ছিল।

পঞ্চম, জাতীয় রাজনৈতিক জড়োকরণ শীতল হওয়ার সময় রাজ্য পর্যায়ে ভোটাররা বেড়েছে। যেহেতু রাজ্যগুলি রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক স্থান হয়ে উঠেছে, ভোটারদের ভোটদানের ধরণগুলি এক প্রকারে স্থানান্তরিত হয়েছে।

অবশেষে, প্রতিনিধি শ্রেণির সামাজিক রচনায় একটি স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ: উত্তর হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিতে, ওবিসি এবং তপসিলি জাতির বিধায়কদের সম্মিলিত অংশ প্রথমবারের মতো উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবর্তী বর্ণের লোকদের ছাড়িয়ে যায়|

তৃতীয় পক্ষের ব্যবস্থার এই ছয়টি ছাপ জুড়ে বিচ্ছিন্নতাগুলি সর্বশেষ দুটি সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচনী ফলাফলগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছিল — ২০১৪ এবং ২০১৯ - আঞ্চলিক স্তরে রাজনৈতিক গতির অভিমুখের বিশেষ প্রভাব।